প্রথম আলো

13 OCT 2012

তারিখ 13 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

এবারও সক্রিয় জালিয়াত চক্র, আটক ১

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এবারও সক্রিয় রয়েছে জালিয়াত চক্র। মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে মুঠোফোনে উত্তর সরবরাহ করে মেধাতালিকায় পরীক্ষার্থীদের স্থান করিয়ে দেওয়ার চুক্তি করছে তারা। গতকাল শুক্রবারও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে মুঠোফোনের খুদেবার্তায় উত্তরসহ এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।

কয়েক বছর ধরে জালিয়াত চক্র সক্রিয় থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হচ্ছে তাদের শনাক্ত করতে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে জালিয়াতির কারণে আটক পরীক্ষার্থী বা চক্রের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় বারবার এমন ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গতকাল লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে মুঠোফোনসহ আটক হওয়া পরীক্ষার্থীর নাম নাশিম-উল-হক ওরফে রিয়াদ (রোল : ২১৬৯৪৪)। তাঁর বাড়ি, ময়মনসিংহের ভালুকায়। গত বছরও ওই কেন্দ্র থেকে ঘড়িতে স্থাপিত একটি যন্ত্রসহ এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, রিয়াদের খুদেবার্তায় সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জড়িত তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটা মামলা করা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পর পর দুবার জালিয়াতি হওয়ায় লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরবর্তী বছর থেকে আর কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।

পরীক্ষার্থীর জবানবন্দি : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে আটক পরীক্ষার্থী রিয়াদ বলেছেন, ভর্তির আবেদনপত্র পূরণ করতে গিয়ে মাহফুজুর রহমান ওরফে ফাহিম নামের একজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করার প্রলোভন দেখান মাহফুজুর রহমান। তিনি (রিয়াদ) রাজি হলে পরীক্ষার দুই দিন আগে দুজনে মিলে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র কাইয়ুমের সঙ্গে রাজধানীর একটি রেস্টুরেন্টে চুক্তি করেন। তিন লাখ টাকার চুক্তির মধ্যে ১০ হাজার টাকা দেন রিয়াদ। বাকি টাকার জন্য কাইয়ুম জামানত হিসেবে নম্বরপত্র রেখে দেন। গতকাল সকালে কাইয়ুমের পরামর্শ অনুযায়ী লালমাটিয়া মহিলা কলেজে কর্মরত সিদ্দিক নামের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রিয়াদ।

পরীক্ষা শুরুর ২০ মিনিট পর সিদ্দিক পরীক্ষার হলে গিয়ে রিয়াদের সেট কোড দেখে আসেন। এক ঘণ্টা পর খুদেবার্তায় উত্তর পাঠান।

খুদেবার্তা দেখে উত্তর লেখার সময় কর্তব্যরত পরিদর্শকের কাছে ধরা পড়েন তিনি। পরে প্রক্টরিয়াল টিমের মাধ্যমে রিয়াদকে আটক করে মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করা হয়।

শাস্তি পান না আটক ব্যক্তিরা : গত বছর 'গ' ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ থেকে মুঠোফোনে উত্তরসহ শহীদুল ইসলাম নামের এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল। এ ঘটনায় বংশাল থানায় মামলা করা হয়। 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে লালমাটিয়া কলেজ থেকে ঘড়িতে স্থাপিত একটি যন্ত্রসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছিল। এমনকি 'ঘ' ইউনিটে ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে আসা দুজন ছাত্রকেও আটক করা হয়েছিল। তাঁদের প্রাথমিকভাবে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এ ছাড়া ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সময়ে পুলিশ ও র‍্যাবের সহায়তায় জালিয়াত চক্রের আটজনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আমজাদ আলী বলেন, সর্বশেষ অবস্থা তাঁর জানা নেই।

এবার 'ক' ইউনিটের অধীনে এক হাজার ৫৯৩টি আসনের বিপরীতে ৬৫ হাজার ৫৬৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরে ৭৭টি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।